আমার এমন বন্ধু ভাগ্য কেন ?

জন মার্টিন, সিডনি, জুন,২০১৫

==========

প্রবীর - আমার স্কুল বেলার বন্ধু ।

সবার যেমন স্কুল-বন্ধুদের নিয়ে আড়াআড়ি-বাড়াবাড়ি -মারামারি-কাড়াকাড়ি-ছাড়াছাড়ির গল্প থাকে, আমার ও প্রবীরকে নিয়ে তেমন অনেক গল্প আছে।

মেট্রিক পরীক্ষার পর ও হারিয়ে গেলো। কই গেল জানি না । অনেকদিন দেখা নেই। একদিন ভূত দেখার মত হাজির হোল। আমি তখন স্যালভেশন আর্মি তে কাজ করি। ও কম্পিউটার এর ব্যবসা করবে। খুব কাছ থেকে দেখলাম প্রবীর খালি হাতে এভারেস্টে উঠার স্বপ্ন দেখছে। ভুল বললাম। ও কেবল স্বপ্ন দেখেনি - ও এভারেস্টে উঠা শুরু করেছে।

মনে হোল -ও একটা পাগল। এই ভাবে এভারেস্টে উঠা যায় ?

কিন্তু প্রবীর ওর পথটা মনে হয়- ঠিক চিনত। আর এখনতো ক্যাস্পারিস্কি নিয়ে এভারেস্ট এর চুড়ায় বসে আছে। বাংলাদেশে কম্পিউটার ভাইরাস নিয়ে কথা বললে - প্রবীরকে বাদ দিয়ে এগুনো যাবে না। খুব অল্প সময়ে প্রবীর এই জায়গাটি তৈরি করে নিয়েছে।

দেশ ছাড়ার পর ওর সাথে আবার ও লম্বা বিরতি। 'দৈনিক ফেসবুক' আবার আমাদের যোগাযোগটি করে দিল। ব্যস। সেই আবার আড়াআড়ি- বাড়াবাড়ি -মারামারি- কাড়াকাড়ি। তবে এবার আর ছাড়াছাড়ি হোল না ।

ও আমার লেখা পড়ে। লেখার উপর মন্তব্য লিখে এক কলম-দুকলম । ও আমাকে নিয়ে যায় স্কুলের সেই দিন গুলোতে ।

এবার একুশের বই মেলায় আমার নাটকের বই বেরুলো। ওর সেকি উত্তেজনা।

ও আমাকে লিখলও, 'দোস্ত, তোমার বই কিনব, কিন্তু তোর একটা অটোগ্রাফ দিতে হইব'।

আমি মুহূর্তে থমকে গেলাম।

আমরা যে ভাবে কথা বলি, একজন আরেকজনকে যা লিখি তা প্রকাশ করা যাবে না। লোকে আমাদের দুষ্টু ছেলে বলে গাল দিবে। যে মানুষটার সাথে 'সহজ ভাষায়' কথা হয় না, সেই প্রবীর আমার অটোগ্রাফ চেয়েছে? প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। ও হয়তো হেয়ালী করছে। মনে মনে রাগ হোল। ভাবলাম ও বড় ব্যবসায়ী আর আমি একজন সাধারণ মনোবিজ্ঞানী। তেলে জলে কি আর মিলে?

ও আবার আমাকে টোকা দিল, 'কিরে তোর বই কই? আর তোর অটোগ্রাফ'?

আমি এবার ওর অনুরোধটি অনেকবার বানান করে করে পড়লাম। নতুন করে আমাদের বন্ধুত্বের সুতোটি খুঁজে পেলাম। টের পেলাম, আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধুর, আমার বেড়ে উঠার সাথীর বুকের মাপটি আমার কারণে একটু বেড়ে গেছে। যেমন ওকে এভারেস্ট এর চুড়ায় দেখে আমিও সার্টের তিন-চারটা বোতাম খুলে দেই আর বলি, 'জানিস এই ছেলেটা আমার বন্ধু'? কেউ বিশ্বাস করে , কেউ করে না। তাতে আমার কি ?

প্রবীর আমার অটোগ্রাফ চেয়ে বসে নেই। আমাকে কড়া নির্দেশ পাঠাল, 'আমার সকল স্টাফ আর ব্যবসায়ী বন্ধুদের তোর বই গিফট দিব। ওরা দেখুক আমার বন্ধু বই বের করেছে। তোর বই কিনব'।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কয় কপি পাঠাব'?

'তোমারে পাঠাইতে হইব না। আমি কিনা নিমু। খালি আমার কপিতে তুই একটা সাইন কইরা দিস'।

আমি প্রবীরকে কি বলব ?

প্রবীর আমার কথা শোনার তোয়াক্কা করল না। প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করে অনেকগুলো বইয়ের কপি কিনে নিল।

কত কপি ?

আমার আয়ু প্রবীরের কেনা বইয়ের সংখ্যার সমান হবে কিনা জানি না । কিন্তু এটা নিশ্চিত জানলাম আমার স্কুল আর আমাদের আড়াআড়ি- বাড়াবাড়ি -মারামারি- কাড়াকাড়ি -ছাড়াছাড়ির স্মৃতিগুলো আমাদের কেবল বাঁধেনি। আমাদের বধ করেছে। নতুবা সাক্ষাতহীন এই দীর্ঘ সময় কি অনায়াসে আমরা অতিক্রম করি ।

বন্ধু আমার,

এই বন্ধুত্ব, এই খুনসুটি, আর এই সম্মানের জন্য তোর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। তোর কেনা আমার বইয়ের সংখ্যার সমান তোর আর আমার আয়ু হোক। আর ততদিন আমরা এই রকম থাকি।

আমার এমন বন্ধু ভাগ্য কেন ?

পুনশ্চ -১ঃ সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ঃ এই বন্ধু বিক্রয় এবং হস্তান্তর যোগ্য নয় ।

পুনশ্চ -২ঃ তুমি আমার সব বই কিনলেও তোমার স্মকিং আমার অপছন্দ । ছবিতে একটা ইনহেলার দেখলাম। বিষয়টা কি ? হেডমাস্টার রে খবর দিমু যে তুমি চুরি কইরা সিগারেট খাও?

পুনশ্চ -৩ঃ আমার সকল গ্রেগরিয়ান বন্ধুরাই এমন। মনের ভিতর লুকিয়ে আছে বন্ধুর জন্য আনচান করা এক অদ্ভুত টান।